ঘাসের মঞ্জরী

প্রণতি ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি

২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৬৬

প্রকাশক
রাসবিহারী দত্ত
ক্রান্তিক প্রকাশনী
স্টল ৩১, ব্লক ৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ছেপেছেন
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

সংগ্রামী মানুষের হাতে

ভূমিকা

কবিতা সংকলন প্রকাশ করার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। যদিও লিখেছি অনেকদিন ধরে। ছাপাও হয়েছে পত্র-পত্রিকায়। আমাদের কবির অভাব নেই। কবিতা বাংলার প্রকৃতিতে। কবি মানসিকতা আমাদের জীবনযাত্রায়, আমাদের সংস্কৃতিতে। একটা দীর্ঘ সময় মানেই দীর্ঘ ইতিহাস। স্বাধীনতা পূর্বের সময় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকাল। বাংলার বাতাসে নজরুল-সুকান্তের বীর্য দীপ্ত সংগ্রামের আহ্বান। তখনও সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাকে পাশে নিয়ে এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতা আন্দোলন। সমস্ত বেড়াজাল ভেদ করে কানে এসে পৌঁছচ্ছে জীবনদানের মহৎ কাব্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার নিয়ে চলেছে আলোড়ন। গল্পে, গানে, কবিতায়, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনাকে সবাই আত্মস্থ করে নিয়েছি। শিশুরা শৈশব ভুলেছে, কিশোরেরা পাগল, যুবকেরা জীবন দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই মাঝে বড় হ'য়ে উঠতে উঠতে দেশ স্বাধীন হ'ল। এসে গেল দেশ ভাগ। হতাশা, ক্রোধ, লজ্জা, অপমান। দু ভাগ হয়ে গেল সব। স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ধারা থেমে দাঁড়াল, অন্য ধারাটি এগিয়ে চলেছে। তার লক্ষ্য পূরণ বাকি। রাজনীতির কোন সংস্পর্শ না থাকা সত্ত্বেও ওদিকেই মন চলে গেল।

কবিতায় জীবনের প্রতিফলন ঘটবেই। মনকে ভিত্তি করে কবিতা। বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতের যে প্রতিফলন মনকে নাড়া দেয়. আন্দোলিত করে কবিতায় তাই রূপ পেতে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পাঠকের কাছে সমাদর পেলেই এর সার্থকতা।

একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করেছেন শ্রদ্ধেয়া কনক মুখোপাধ্যায়, সুহৃদ ইরা সরকার। কবিতা বাছাই করতে সাহায্য করেছেন কবি শ্যামসুন্দর দে, পার্থ রাহা, রাসবিহারী দত্ত। এঁদের কাছে আমি অসীম কৃতজ্ঞ। সযত্নে প্রুফ দেখে দিয়েছেন সুভাষ মজুমদার। তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা একাডেমি থেকে অনুদান পাওয়ায় সংকলনটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। সরকারের অনুদান দেবার পরিকল্পনাটি অভিনন্দন যোগ্য।

প্রণতি ঘোষ
সেপ্টেম্বর,

সূচীপত্র

মিছিল

আমার কথারা মিছিল হোক
ফুটপাথ আর পার্কের ধারে
গরাদগুলোর মত
ইস্পাত বুক নিয়ে
রুখে দাঁড়াক
বাঁকা শিঙ যত ষণ্ডের বিক্ষোভ।

আমার কথারা মিছিল হোক
সার বাঁধা শুধু
এক ঝাঁক তলোয়ার
একটি অমোঘ
অঙ্গুলি সংকেতে
টেনে ছিঁড়ুক
অহেতুক উচ্ছ্বাসে
বিগলিত যত ভণ্ডের নির্মোক।

আমার কথারা
দু হাতে মশাল জেলে
পাহারায় থাক
তোমার আমার শিবির বিত্তহীনের
বিভ্রান্তির ঝড়ো হাওয়া বয়ে
যে রাত পিছনে ঘোরে
ক্রুর মন্ত্রণা
কুটিল বধির রাত
সে রাতে প্রহরী থাক।

আমার কথারা
আশ্বাস নিয়ে যাক
তীক্ষ্ন সঙিনে বাধা বিপত্তি ফুঁড়ে
মুক্ত করুক
জটিল বিকারে
ঘুমন্ত আক্রোশ
হৃদয় পিণ্ড দুই হাতে ছিঁড়ে
রক্ত প্রবাহে ইতিহাস লেখা থাক।

আমার কথারা
মিছিলে সামিল হোক
সৈনিক হোক
দৃঢ় বিশ্বাসী বুক
বর্মে বাঁধুক
গান হোক হাতিয়ার
সৌখীন যত ঠুনকো
ভাবোচ্ছ্বাস দূর কর
গান হোক গান
অস্ত্রের মত
শাণিত তীক্ষ্ণ গান
বজ্রের ঝঙ্কার।

২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১

আসর

জমাট আসর
তানপুরা বাঁয়া তবলায়
সুর বাঁধে কান মোচড়ায়
মেঝেতে ফরাসপাতা ওপরে জাজিম
সুরে সুরে মিশে গেছে সীমায় অসীম।
বিরাট প্রতিভা দৃঢ় ঘাত-প্রতিঘাতে
আপন বৈশিষ্ট্য রাখে ইতিহাস পরে
সুবর্ণ অক্ষরে।

এ যুগে আসর
আমরা জাঁকিয়ে থাকি বসে
পাঁচ সুর মিশে বাঁধি ক'ষে
সাধারণ একখানি তারে
ছন্দহারা গান বারে বারে
ভুলে যায় তুচ্ছতার সীমা
জ্বলে ওঠে চোখের নীলিমা
আমাদের গান
মানুষের দৃপ্ত অভিযান
এ যুগে প্রতিভা বাঁচে ঝড়ো ঝাপটায়
সংগ্রামের আঁচে তার দেহ ঝলসায়
মাঠে, জনপদে,
অনাবৃত তীক্ষ্ণ সূর্য করে।
একক মহিমা নয় হাতে হাত ধরে
প্রতিভার সুরম্য মিছিল
আকাশে তারার সভা মৃদু ঝিলমিল।

আমাদের মহা ইতিহাস
আমাদেরই পাশে বসি ফেলিছে নিঃশ্বাস
সুদৃঢ় বিশ্বাস।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

জননী জন্মভূমিশ্চঃ

জীবন দক্ষিণা পাক
এ হৃদয়, মা, তোমার হাতে
তোমার কবোষ্ণ নীড়ে এ প্রাণের বীজ
অঙ্কুরিত সফলতা পাক
তৃণাদপি তৃণে।

বিবল খড়ের চালে, মাগো
রোদে আর চাঁদে উঁকিঝুঁকি
ওরা কি তোমার ডাকে
কপালে তিলক আঁকে
শীর্ণ খোকাখুকি!
মরা খালে শাপলার
নরম বোঁটায়
ওরা কি আলতো হাতে
জীবন ছোঁয়ায়!
তোমার আঁধার মুখ
হলুদ ফ্যাকাসে ক্ষীণ হাসি
সোনার ধানের মাঠে
হিমেল শ্মশান হাওয়া
মৃত্যু তরঙ্গ তুলে হাঁটে।
তবুও ভয় কি, মাগো
তোমাকে আমি যে ভালবাসি
তোমার প্রত্যেক বিন্দু
শোকাশ্রু রাশিতে
আমার মমতা জ্বলে
খাণ্ডব দাহন করে
দিনে দিনে আর দিকে দিকে।

তোমার চালে যে, মাগো
এখনও কুমড়ো ফুল ফোটে
তোমার চোখের জল
শিশিরের, তারকার মতো
নোলকের হীরকের মতো
বার বার দীপ্ত হয়ে ওঠে।

তোমার পাণ্ডুর গাল অসহ্য প্রদাহ আনে বুকে।
ঝড়ে যে নেভায় দীপ
বাজের হিংস্র মুখ কালো
তবুও এ মনে আছে তোমার স্বপ্নের স্বাদ
নিবিড় শান্ত নীড়ে
কী করুণ কী ব্যাকুলা তুমি
অমিত অশ্রুর ভারে নত।

তোমার রক্তের কাছে
বিপুল শক্তির কাছে এ জীবন ঋণী
তোমার নক্ষত্র দীপ্তি দুই চোখে ভরে
আমি পথ চিনি—
যে পথে নিয়েছ তুমি
ঘিয়ের প্রদীপ জেবলে
ঘুরে ফিরে মৃত্যু রাজরথে।

২৮ ডিসেম্বর, ১৯৫১

মৃত্যুদিন

সুকান্তকে :

ঠিকানা নিয়ে যে এলাম, সুকান্ত
মুক্ত স্বদেশে (!)
তোমরা কোথায়
এ নবান্নেও প্রতারিতেরা তো পেল না নিমন্ত্রণ!

ধানী প্রান্তর
ভুখা দানোটার জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে
পুড়ে জ্বলে ছাই চতুর্দিকে
ধ্বনিত রণিত অট্টহাসির ভৈরব নর্তন।
তোমার রানার
বজ্র মুঠিতে সূর্যকে ছিঁড়ে আনার
খবর আনতে হারিয়েছে পথ
তোমার ঠিকানা
আজকেও দেখি
জালালাবাদের পথের নিশানা রাখে।

সুকান্ত, আজও দুয়ারে মৃত্যু
বনান্ত জুড়ে কৃষ্ণচূড়ার
রক্ত জোয়ার
উদ্বেল প্রাণে ডাকে।
এখানে তাই তো নিঃঝুম রাতে
মুখর ঝিঁঝির ব্যঙ্গ
তোমার কণ্ঠ অদৃশ্য হাতে
রাতকে চাবুক হানে
ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ।

সুকান্ত, এ স্যানেটোরিয়াম
তোমার মৃত্যুদ্বার
দেওয়াল পাথর
অমিত গর্বে নীরন্ধ্র নিঃসাড়।
তবু অ্যাকাসিয়া গন্ধ ছোঁয়ায়
এখানে তোমার ছড়ানো 'ছিন্ন
কত ভাবনার স্বাক্ষর।,

তোমার মৃত্যুদিন
এখানে নিত্য ইঙ্গিত আনে
বোশেখী মেঘের চোখে
এখানে চেতনা কখনও কখনও নবজন্মের কোলে
বিদ্রোহী হাত তোলে
শপথ শোনায় পৃথিবীর কানে কানে
লাল কামনার পতাকায় উড্ডীন।

আগুন জ্বালানো বুকে
প্রবাহিত প্রতি রক্তকণায়
কতবার আমি খবর পেয়েছি
তুমি আর আমি প্রত্যহ আনি
কেন এ মৃত্যুদিন।

১১ আগস্ট, ১৯৫২

এখনও কামনা

এখনও প্রাণের কত কামনার স্বর্গে
বঞ্চিত আশা নিয়ত রচনা করে
আকাশ খচিত শুভ্র মেঘের গর্ভে
স্বপ্নের শত নীলমণি থরে থরে।

এখনও জীবন রত দুনিয়ার কক্ষে
দিনের পাতায় দিনপঞ্জীর কারা
তবু তো আকাশ বসন্ত মায়া চক্ষে
এখানে কেবলই ইঙ্গিতে ভাষাহারা।

ফেরার পথের ক্লান্তি মাখানো অঙ্গে।
ঘরণী-নগরী এলায়িত বেণী বন্ধে
বাঁধেনি পলাশ কেতকী পাতার সঙ্গে
ভীরু ভোমরার মন নেই মধু গন্ধে।

এবার আগত ফুল ফাগুনের জন্যে
আকাশ কুসুমে ভরিনি মোহন অর্ঘ্য
হাজার স্বপ্ন আশায় আশায় মগ্ন

মানসের তীরে যায় ফিরে নাকি যক্ষ।

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪

অপরাজেয়

পাথুরে মাটির শাল মহুয়ার বনে
অবাক হয়েছি অপরাজিতের বীর্যে
হে মন অজেয় শিল্পী,
ফোটাও বন্ধ্যা হৃদয়ের আবরণে
শত কোরকের মধু কামনার মীড় যে।

কালো পাহাড়ের কী রূপ আষাঢ় মেঘে
নীলে গম্ভীর অরণ্য গভীরতা
হে মহা মগ্ন সুরকার,
গুরু গুরু বোল মাদলে তোলার বেগে
স্তবকে স্তবকে ভীড় করে আনো
জীবন জাগানো কবোষ্ণ নিবিড়তা।

হে মন, তোমার অনেক বাকি যে বিস্ময়
কাঁটার কঠিন পরুষ স্পর্শ বাঁচিয়ে
মক্ষীরানীরা আকাশে হয়ত নির্ভয়
তবু ফিরে ফিরে ব্যথার বিপাকে জড়িয়ে
জীবনের সাথে
গেঁথে তোলে তার জন্মের পরিচয়।
হে জীবন, তবে আবার
শিরায় শিয়ার রক্ত লহরী তোল
পথ নেই তবু পথের সমুখে দাঁড়িয়ে
কেটে কেটে যাই চরণ চিহ্ন চলার।

১৯ জুলাই, ১৯৫৪

রাজপথে

বছর পনেরো কিম্বা আট দশ ধরে
আসি যাই প্রতিদিন কলম গিয়েছি ভোঁতা করে।
সারি সারি পাখার তলায় এই তো টেবিল পাতা
বেদনায় তিক্ত মুখ, কত ক্লান্ত মুহূর্তের নুয়ে পড়া মাথা
কাচের সার্সিতে আর মাজা ঘসা মেঝের আর্সিতে
বিকেলের সোনা মুখ আলো
সমস্ত চেনাকে ছুঁয়ে অচেনায় বিচিত্র রাঙালো।

সকাল সন্ধ্যায় দেখা মনমরা মেয়ে সব ভুলে
ভোরের ফুলের মতো তাজা চোখ তুলে
বলেছিল—বাঁকা ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে
"কত যে নিশ্চিন্ত হবো, এবারে বোনের দেবো বিয়ে—"
সে যেন মেয়েরই বাপ
মুখে তার রাত্রিকার কত যেন বিনিদ্রার ছাপ।

নতুন অফিসে ঢুকে অনিমেশ কাকে
মনীষা, মালতী আর হয়তো বা লেখা, লতিকাকে
কানে কানে কি কথা কে জানে বলেছে কোথায়
তাই নিয়ে টেবিলে টেবিলে আর কোনায় কোনায়
কলরব না-ফোটা গুঞ্জন, মুখ টিপে হাসাহাসি
বলেছিল নাকি—"ভালবাসি।"
যেন কি হাসির কথা
যদি তার ফাঁকে না মেনেই থাকে গোপনতা!

একদিন অকারণে কেন যে ছাঁটাই হলো পরিমল ধর
বলে গেল ঃ "এই রাজকর"
আমরা বিরোধী তাই, সব ভয়ানক
সরকার বেজার বড়, মুখে যাই হোক

তারপরও কত রোগ, অপমৃত্যু, সাসপেন্ড, ছাঁটাই
দশটা বাজার সাথে পান হাতে অফিসে দাঁড়াই।
কিছুই ভাবার নেই আর—
জীবনের শেষ সাধা সার্থকতা এই যেন সার!

কেবল সেদিন
পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে হাতে হাতে পতাকা রঙিন
চিত্ত, অলকা আর সত্যেন, রবীন
বলেছিল ঃ "আজকে যে দিন"—
ভেঙে চুরে অভ্যাসের পুরানো জগৎ
সব চোখে এক ভাষা, পায়ে পায়ে নেমে আসা একই রাজপথ।

২৪ জুলাই, ১৯৫৪

সমুদ্র তৃষ্ণা

সমুদ্র তৃষ্ণা নিয়ে এ জীবন ঢেউয়ে কেঁপে কেঁপে
বার বার বাঁক নেয় অচেনার, অদেখার কল্প-সীমা ব্যেপে
নতুন নতুন তীরে ; জীবনের মেলা এক ; সেই এক ভেঙে ভেঙে গড়া
পুরাণোকে রূপে রূপান্তরে। জন্ম হ'তে জরা
পূর্ণ পাত্র উষ্ণ ওষ্ঠে নিয়ে পলে পলে নিঃশ্বাসে নিঃশেষ।
হে জীবন, এই—শুধু এইখানে শেষ!
জলের ধারায় আজ কান্না থেকে থেকে
ও যে দূরে দূরে, ও যে ডেকে ডেকে
গুহার গহন ভেঙে এ পথের বীথিকায়
এলো নিয়ে দিশেহারা দিকভ্রান্ততায়।
সমুদ্র আহ্বান তবু হৃদয়ের ক্লান্ত ধারাটিরে
উদ্দাম গতির মন্ত্রে অবিরাম ফেরে ঘিরে ঘিরে।
হে জীবন, হয়নি সময় সেই সমুদ্রকে পাওয়া
মহিমা শিখরে উঠে আকাশের পরিব্যাপ্তি চাওয়া!

১৪ আগস্ট, ১৯৫৪

তোমারই সে নাম

প্রথম স্বপ্নের ডানা একে একে ঝরিয়ে ঝরিয়ে
রিক্ত পক্ষ পতঙ্গেরা ধুলোয় মাটিতে পড়ে
বিস্মৃতির অন্ধগর্ভে নিয়েছে বিশ্রাম।

আজ সব নাম
কবর ফলকে লেখা সঙ্গীহীন গানের মতন
একা একা ছুঁয়ে যায় মৃতের গগন।
সে স্বপ্ন গহনে আজ
নেই কোনো তৃপ্তি, কোনো স্বাদ
প্রখর দহনে জ্বলা, এ জগৎ গতির ললনা
এখানে প্রেতিনী শব্দ শুষ্ক আর্তনাদ।

প্রবল প্রবাহ কাঁপে হৃদয়ে শিরায়
চেতনা উপলে তার দ্রুত লয়ে সেতার বাজায়।
সীমিত শক্তির দুর্গ চূর্ণ চূর্ণ ক'রে
একটি নতুন স্বপ্ন জন্ম নেয় নতুন আধারে
তোমারই সে নাম
হে স্বদেশ—
এ জীবন তোমাকে দিলাম।

২৩ আগস্ট, ১৯৫৪

চলো এই পথে

চলো আজ চলো এই পথে চলো
গত বসন্তে এপথে দেখেছি কৃষ্ণচূড়ার ফুল থলোথলো।
আজকে শুধুই দূর সীমানায়
ক্লান্ত পাতারা আকাশের গায়
কেঁপে কেঁপে সারা সারা দিনমান
বুঝি আশাভোর, বুঝি আশঙ্কায়!

কাঁপুক সে কথা ওর প্রাণ ধারে
থাকুক গোপনে মাটির আঁধারে
আমাদের শুধু ফুলের বাসনা স্তব্ধ অঙ্গীকারে
মেটাবে হয়তো ; আজ এসো তাই এই পথে যাই
এই শরতের শ্যামলিমা ওর অঙ্গে লেগেছে
অথবা লাগেনি চলো দেখে যাই।

নব আষাঢ়ের গুরু গরজনে
শ্রাবণ ধারার শেষ বরষণে
পূত প্রাণ ওর প্রসন্নতায় টলমল নাকি?
চলো আজকে চলো গিয়ে দেখি
শরতের বাঁশি বেজে ওঠে নাকি
অশান্ত মর্মরে!

গত হেমন্তের চিহ্ন লিপ্ত
রূঢ় বল্কলে এখনও দীপ্ত
সবুজ শিখায় লীলা প্রাচুর্যে
তিলে তিলে আজও ভরা মাধুর্যে
ভ'রে ওঠে নি কি অন্তরে অন্তরে!

চলো, তবে ওর প্রাণে প্রাণ ছুঁয়ে
ওরই পাদমূলে গান গেয়ে গেয়ে
গত বসন্তের হৃদয় স্পন্দ
দু' হাতে ছড়িয়ে সারা দিগন্ত
চলো, আজ ওকে স্মরণ করাই অতীত অঙ্গীকার
এই বসন্তে আরও একবার
আকাশের বুকে আগুন ধরাক পুষ্পের সম্ভার।

১৩ আগস্ট, ১৯৫৬

ক্রন্দসী

সমুদ্রের গান নিয়ে যে প্রেমের জন্ম হয়েছিল
আজ তার লবণাক্ত অশ্রুর বিক্ষোভ
দিগন্তকে বিদ্ধ করে। আর কোনো নীহারিকা লোকে
নতুন নক্ষত্রপুঞ্জে দূরতম স্তব্ধতার বুকে
পেতে চায় পরম নির্বাণ।

একটি অস্পষ্ট সন্ধ্যা, একটি অস্ফুট কুঁড়ি
রজনীগন্ধার ; তারই পরে কালো রাত্রি
রহস্যের অনড় অচ্ছেদ্য যবনিকা
ঝঞ্ঝা, তড়িত শিখা, বজ্র, দুর্বিপাক
কোথা পথ, কোথা পান্থ, কোথা দীপালোক
পদে পদে পথভ্রান্তি, পথে পথে নারকীয় স্রোত।

ক্রমে ক্রমে শান্তি নামে
শ্মশানের নিবৃত বিরাম
ক্রমে ক্রমে রাত্রি শেষ
প্রলয়ের বিন্ধ্যগিরি পরে
আসীন আদিত্য দীপ্ত।
ঊর্ধ্বে বাহু তুলে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের মর্মমূল চিরে
অব্যক্ত ব্যঞ্জনা শুধু পুঞ্জিত কান্নার।

১৮ আগস্ট, ১৯৫৬

হয়তো পৃথিবী হতো

এখুনি এখানে এসে কেউ
বলে যদি, চলো—
তবে আমি, এই মুহূর্তেই
দু পাশে ছড়িয়ে দিয়ে
এত সব চেনা শোনা
সফল সঞ্চয়
এখুনি পেরিয়ে যাবো চলে
শুধাবো না, কোন্‌খানে
কোন্‌ স্বর্গে, কোন্‌ রসাতলে!

এখানে ফুলের মেলা
আমার আপন হাতে
যত্নে রচা বেল, আর রজনীগন্ধার
এখনও ফুলের কাল শেষ হয়নি কো
প্রথম মেলেছে পাতা
কচি কচি নতুন চারায়
সে আনন্দে আমি আত্মহারা
তবু সে হেলায় ফেলে
দুয়ারের কোলে
যাবো আমি দূর পথে চলে।

কীটদষ্ট নষ্ট প্রাণ
গোলাপের বুকে
দিয়েছি বাঁচার উন্মাদনা
আজ যার সবুজ লালাভ পাতা
আগামী ফুলের স্বপ্নে
লাজনম্র, নিত্য অন্যমনা—
তারে আমি সার্থক জীবনে
প্রতিষ্ঠিত না দেখেই
মুক্ত মনে পারি চলে যেতে
স্বপ্নের বাসরে ওকে সুসুপ্ত রেখেই।

এমন চলাই যদি হতো
জীবনের একান্ত সাধনা

শুধু দূর হ'তে দূরে কোথা
অনির্দিষ্ট অনন্ত অসীম
এক পার হ'তে অন্য পারে
উদয় গিরিতে সুরু
অস্ত অচলে এসে আবার উদয়ে
অশ্রান্ত অশান্ত আবর্তন
হয়তো বা তবে পৃথিবীর মতো
সমগ্র উদগ্র জ্বালা
বহ্নিজ্বলা এ দুরন্ত প্রাণ
ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে শান্তি পেতো
তৃপ্ত হতো পরম নির্বাণ।

১৯ আগস্ট, ১৯৫৬

একা

স্তব্ধ রাত্রি
অন্ধকার নিশ্চল নিশ্ছিদ্র।
আকাশে চোখ মেললাম
বিকম্পিত তারকার পুঞ্জ
মাটিতে অস্পষ্ট ধূসর পথরেখা
শাখায় শাখায়
স্থির পত্রাবলী
বাতাসে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
সুপ্ত পৃথিবী ক্লান্ত, বিষণ্ণ, একা।

৪ এপ্রিল,

স্বপ্ন

আকাশ আশ্চর্য নীল
নীলকান্ত মণি
সুস্থির সুন্দর চোখ
মুক্তপক্ষ বলাকার বিমুগ্ধ যাত্রায়
হৃদয় উধাও হলো
প্রসন্ন সত্তার তাপে
সঞ্জীবিত হবে
স্বপ্ন অবগাহে।

বাড়িটা

বাড়িটা সাদা
শেওলা ধরা
মধ্যবিত্ত ধরনের
একটু সেকেলে
একটি মাত্র জানালায়
বোগেনভিলিয়ার কৃশ লতাটি সারাদিন দোলে
অবসন্ন সময় দোলক।
পাঁচিলের কোল ছুঁয়ে
গন্ধরাজ ডালে
রোজ কিছু ফুল ফোটে
মনে হয় গন্ধটুকু
তেল কালি মাখা
ঘর দরজার সাথে
স্যাতসেঁতে হাওয়ার মতন
নিরন্তর জড়িয়ে থাকে
সারাদিনে সবটুকু এই
না মানুষজন, না কলরব
না রোদে মেলা দু একখানা
জামা কাপড়
না আলোর সমারোহ।
না রোদ পিছলানো দেওয়াল।

মধ্যরাতে
আকাশে বিনিদ্র চোখ তুলে ধরে
ও বাড়িটা চাঁদের আলোয়
ধুয়ে মুছে মনোরমা
কল্পাতীত সৌন্দর্যের ছবি।
মাথার উপর উজ্জ্বল নক্ষত্র একটি
রুপোর পাতের মতো সাদা মেঘ
দীর্ঘ ছায়া নারকেল পাতার চামর
আন্দোলিত সর্ব অঙ্গে। জীর্ণ
নিঃসঙ্গ বাড়িটা রাত জেগে
সজীবতার স্বপ্ন দেখে যেন।

৭ এপ্রিল,

কবিতার কাল

কাব্য লিখিনা
ভুলেছি কথার সে কসরত
মূঢ় মেহনতে দুরন্তগামী দুরাশা রথ।

তেমন লগ্ন, সেই অবকাশ কী দুর্লভ
জীবনে কাব্যে পরম কাম্য স্বপ্নের উৎসব।
চৈত্র দিনের নিষ্ফলা মাটি মরমে মরি
দু এক বিন্দু অমর অমৃত কামনা করি,—
দীর্ঘশ্বাসের চূড়ায় দিয়েছে উড়ায়ে তুলি,—
স্বর্গের পথে দু এক মুষ্ঠি শুষ্ক ধূলি।

তারপরও সেই বিপুল বসুধা, একাকী আমি ;
অনন্ত এক নীল বিস্তার রয়েছে থামি।
যেখানে বিশ্ব স্তব্ধ ধরার বক্ষ চুমি.
কাব্য সেখানে নৈঃশব্দের প্রেক্ষাভূমি।

নবান্নের ধান

স্বপ্নেরা মূর্ছিত
রক্তে, ঘামে, অশ্রুজলে।
নির্জন নীড়ের কোণে
সুখচারী চিত্ত পলাতক—
ডানায় তীব্রতর রুদ্ধশ্বাস বেগ।
অনিশ্চিত—
পরস্ব খোঁটার দিন ফিরে পাব কি না।

কালান্তরী সন্ধ্যার সন্ধিতে
রক্ত চোয়ানো মেঘ
উদ্ধত ধানের শীষ,
মাঠে. খেতে. কলে, কারখানায়,
মেশিনে, আগুনে মনে
প্রচণ্ড উত্তাপ।

অবিরাম
স্বপ্নের কবরে ঝরে
ফোঁটায় ফোঁটায়
রক্ত, ঘাম অশ্রুজল।
টুঁটি টেপা মুঠি
সুড়ঙ্গ পথের খোঁজে হন্যে হতাশ্বাস
হায়না শ্বাপদ
দাঁতে নখে রক্ত লিপ্সা
নবজাতকের।

বিবরের শরিকেরা
অন্ধকারে নিঃসাড়ে নিঃসৃত
ঘামের গন্ধ শুঁকে
অশ্রুর আস্বাদ নিয়ে
খনিগর্ভে, ধূমায়িত চিমনীর আড়ালে
সংগ্রামী বাহুর ভীড়ে
অসতর্ক মুহূর্তে সন্ধানী।

ঘাম ঝরে ফোঁটায় ফোঁটায়
পাঞ্জা কষে আঁটা

দাঁতে দাঁত দিয়ে—
দিন যায়, রাত্রি যায়
দালালেরা উল্লসিত
ফাটকাবাজ তেজী।

সূর্যের গলিত গর্ভে
যেদিন সোনার রঙ্
আকাশে মাটিতে ব্যেপে
জয় জয়ন্তী রাগ
অব্যক্ত ঘোষণা দৃঢ়
অবশেষে চূড়ান্ত বিজয়।

এ এক শোধনযজ্ঞ
নিষ্ফলা মাটির।
রক্ত ঝরছে আরও
কানা পথে, অদৃশ্য আঁধারে
অনেক ঝরছে ঘাম
অবরুদ্ধ অশ্রুর ধারায়।

এবার নবান্ন হবে
রক্তে, ঘামে, অশ্রুজলে ধোয়া
পবিত্র ধানের শীষে—
ধন্য জন্মদাতা।

একটি জীবন, দু' মুঠো ভাত

না, জীবনের দাম নয় সোনা
মৃত্যুর দাম চালের দাম।
ক্ষুধার গুদামে এক একটি তাজা প্রাণের মজুতদারী
আর অনেক অনেক সোনার আশ্বাস।
না, ঠান্ডা গুদাম নয়
দু এক টাকা পড়তা পড়ে তাতে।
একেবারে নিরলম্ব, প্রাচীর পরিখাহীন
আচ্ছাদনহীন
আসমুদ্র হিমাচল
ক্ষুধার প্রান্তর
কর্ষণ, বর্ষণহীন, রোপনহীন অনায়াস আমদানী।

তৃণলতাহীন শুকনো মাটিতে
নগ্ন উদর চেপে ক্ষুধার দহন নেভানো
এক একটি মৃত্যুর গলায় তাই
শব্দ সমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন, বড় বড় টাইটেলের বৈদ্যের বিবৃতি
নেহাৎই কিছু না, ও অমন হয়ে থাকে
অপুষ্টি রোগ ভোগ।

মৃত্যুর ব্যবসা!
কুকুরের ঘেউ ঘেউ
ও সবে সাধুর কি যায় আসে!
শিশু বৃদ্ধ নারী,
সারি সারি দু হাতে পেট
ধুঁকছে না কোথায়?
মৃত্যুর আশঙ্কা!
বাঁচাতেই হবে?
বেশ তো, বাঁচুক না পারে যদি
কারই বা কি ক্ষতি!
সোনার স্বদেশই তো চাই।

মজুত ঘরের দোরে ভারী ভারী তালা
পাহারার ঢালাও বন্দোবস্ত
ক্ষুধা মানেই সোনা
লজ্জাহীন প্রেতগুলো যদি কিছু বোঝে
অলিতে গলিতে ম'রে
খবরের কাগজে কুৎসিত ছবি হ'লে
মানায় নাকি!

১৫ই আবার ক'লকাতা

তারপরও আবার কলকাতা
অলি, গলি, এলাকার বেড়াগুলো
দুমড়ে মুচড়ে ঠেলে
টান টান পিঠ
পুরানো রক্তাক্ত ক্ষত তখনও দগ্‌দগে।

সেদিন জোয়ার জাগা নিরন্ন কলকাতা গর্জায়
লাল লাল ঢেউ
দু পাশে আছড়ে ভেঙে
প্রচণ্ড গতিশীল—দুর্জয়
মানুষে মানুষে
নিশ্ছিদ্র অরণ্যের নিবিড় বিন্যাস
এসপ্লানেড, লেনিন সরণি।

আর্তনাদ, আস্ফালন
উন্মোচিত হিংস্র আস্ফালন
গরম পীচের বুকে কাঁচা রক্ত
যন্ত্রণার অব্যক্ত অশ্রু
নিরস্ত্র নিষেধে তোলা লক্ষ হাত—গম্ভীর
সরোষে উদ্যত।

সেদিন কার্জন পার্ক
আকাশ ধূসর,
ডালপালা নড়ে উঠে কাঠ,
পিষে থাকা লাশ শিউরে ওঠে পায়ের তলায়
উচ্চকিত কাকের ঝাঁক মাথার উপর
পাতার আড়াল থেকে কমরেড লেনিন
সামনে ঝুঁকে হাতখানা মুহূর্তে বাড়িয়ে
বললেন—ক'লকাতা, সেই ক'লকাতা!
হ্যাঁ, এমনি ক'রেই ওরা চিরকাল
শান্তি ভঙ্গ করে।

যদি

ঝড়কে বইতে দাও—
বিপুল সাইক্লোন
বিপর্যয় হ'য়ে
বিধ্বস্ত করবে মাথা গোঁজার নীড়,
শস্যক্ষেত্র, জীবনযাত্রা।

সমুদ্রকে বাড়তে দাও
প্লাবন হয়ে সে ভাসিয়ে নেবে,
বিলুপ্ত করবে
জীবনের শেষ চিহ্ন,
জাগ্রত পৃথিবী।

কণামাত্র সত্যকে মুক্ত করে দাও—
মিথ্যার কবর ফুঁড়ে সেও
আপনি মাথা তুলে দাঁড়াবে,
ঝড়ে নুইবে না
সমুদ্রে ডুববে না
আগুনেও পুড়বে না।

মানুষকে শৃঙ্খলিত করো
সে খুঁজে আনবে মুক্তির উপায়
লড়বে, প্রাণ দেবে,
মাথা নীচু করবে না।
জয় করে আনবে বাঁচার অধিকার।

শহিদের মৃত্যু আমি চাই

শহিদের মৃত্যু আমি চাই
নির্জনের নিরলম্ব সুখ সাধনার
আমি নই অংশীদার।
দু' হাতে আকাঙ্ক্ষা তুলে প্রথম সারিতে
আমি চলি আদিগন্ত পথ
যেখানেই মুক্তির শপথ।

যুগ যুগ অবলুপ্ত সভ্যতার প্রেত
বারংবার শকুনী চঞ্চুতে
ছিন্ন ভিন্ন করে
মরণ ভ্রূকুটিবিদ্ধ ভূলুণ্ঠিত প্রাণ।
নিথর যৌবন দেহে কশাঘাত
উন্মোচিত কেশে বেশে চরম লাঞ্ছনা।
কত সূর্যোদয়ের মৃত্যু
কত জ্বলন্ত ভিসুভিয়াসের নিষ্ফল আক্রোশ
রক্ত মেদ, কঠিন মাটির
স্তরে স্তরে নিষ্পাপ নিঃশ্বাস
দলিতের নিহতের লাশ।

তখনও প্রত্যহ আমি সবুজ প্রান্তরে
রাজপথে, মরুপ্রান্তে, সমুদ্র ঝঞ্ঝায়
দিয়েছি আপন প্রাণ
দুই হাতে ছিঁড়েছি শৃঙ্খল।

আজকে যখন সগর্জনে ছুটে আসে লাভাস্রোত
প্রতিবাদের প্রতিরোধের
ধৈর্যহীন বুভুক্ষার মুখে উদ্গীরণ
আমার হাতে বসন্তের পলাশ
আমার রক্তে শৃঙ্খলহারা উদ্দাম নৃত্য
আমরাই অত্যাচারের দুর্গে শেষ আঘাতের সৈনিক।

দুষ্কৃতির অন্ধকার থেকে জেগে ওঠে হিটলার
রাইফেলে ভর রেখে
কবরের দূষিত বাতাস।

আমার পাঁজরে জ্বলন্ত সীসা
অসংখ্য আঘাতে ছিন্নভিন্ন দেহ
দুমড়ে মুচড়ে টুকরো টুকরো
আমার আকাঙ্ক্ষা রক্তে ধূলায় লুটোপুটি
আমার দেহ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে—
সহস্র সহস্র নবাঙ্কুর ছুঁয়েছে
সেই প্রাণ স্পন্দন।

এখনও বিস্ময়

কেন যে কথারা আসে যায়
আদি অন্ত যা ছিল বলার
সহসা ফুরায়ে গেছে
চিত্রকল্প ছেঁড়া ছেঁড়া কথার মালায়।

স্মৃতি কোন কীটদষ্ট অযত্নের বই
মলাটে সোনার জল—ম্যাটমেটে,
প্রচ্ছন্ন ছত্রাক।
নিভু নিভু মোমের আলোয়
রৌদ্রঝরা কি যে কথা
কিছু বলা কিছু না বলাই
হৃদয় কাঁপায়।

নতুন খড়ের চালে বিছানো লতানে লাউ
লেবুর ফুলের গন্ধে মাখামাখি রাত
হলুদ ধানের শীষ ঢলোঢলো
ছায়া ছায়া স্যাঁতসেতে ভুঁই চাঁপা বন
ল্যান্ডস্কেপে ধরা থাক
ছুঁয়ে থাক আমাদের প্রথম যৌবন।

সোনা রঙ সূর্যমুখী ইটগোঁজা টেবিলে বোতলে
দু'জনে বসেছি ভাঙা চা'র পেয়ালায়
মুখোমুখি
স্থির হ'য়ে রয়েছে সময়।
ইন্দ্রধনু আঁকবার মেলেনি আকাশ।
সেই সুখ, সেই ব্যাকুলতা
এখনও বিস্ময়।

ফাঁসি গেছে তিনটি যৌবন

পৃথিবীর বুক থেকে কমে গেছে
তাজা তিনটি প্রাণ
ফাঁসি হয়ে গেছে তিনটি জ্বলন্ত দিনের
পৃথিবী কি থেমে গেছে! নিবে গেছে দিন রাত্রি!
শোকে বিহ্বলতায়
মৃত ভিসুভিয়াসের মর্মদাহ কি
শৈত্যের প্রবাহে স্তব্ধ!
নিষেধের দৃঢ় বাহু পিরামিড হ'য়ে গেছে!
মরে গেছে অনেক মানুষ
সভ্যতার সর্পিল সোপানে ক্রুশে গিলোটিনে
এখানে ওখানে, গর্ত, খাদ, অন্ধকার ফাঁদে
অথবা উজ্জ্বল আলোকময় দিনে
দৃঢ় পায়ে চলে গেছে উদ্ধত যৌবন
সংগ্রামের বিপ্লবের মুক্তকণ্ঠ গানে
মৃত্যুর আহ্বানে।

তাদের বুকের গান
তরঙ্গিত শুধু কি ইথারে!
ঢেউ তুলে সুমেরু কুমেরু বরফের চাঁই ভেঙে ভেঙে
হয়নি কি অভিযাত্রী
লুপ্ত দেশে কালে, সূর্যহীন
অরণ্যের অন্ধগর্ভে, তরুহীন, তৃণহীন মরু বালুকায়
আবিশ্ব স্পন্দিত আক্রোশে
তীব্র তেজে জ্বেলেছে মশাল
জানে তারা মৃত্যুতে জীবন শেষ
সে পর্যন্ত শোষকের অব্যর্থ আঘাত
ব্যর্থ করে বেঁচে থাকে
অমোঘ অম্লান প্রত্যাঘাতের ক্ষণ।

কংক্রীটে বেঁধে ভিসুভিয়াসের মুখ
স্তব্ধ হয় জঠরের আগ্নেয় মন্থন?

মোলোইজ

যদি বিস্ফোরিত হ'তে চাও
ভয়ঙ্কর রক্তহিম বিস্ফোরণে
তবে তা আজকেই।
আকণ্ঠ ঘৃণায়
তীব্র তীক্ষ্ন যন্ত্রণার ফলায়
হিম পাষাণ কেটে কেটে
এঁকে রাখো একটি মুখের আদল।

সেতু, নদী, বন, ঘরবাড়ি, সূর্যাস্ত
নিবিড় তন্ময়তা
নিভৃত তৃপ্তি
মরুঝঞ্ঝা ঘূর্ণি অগ্ন্যুৎপাত
রুদ্ধশ্বাস ত্রাস
এ সবই তো আঁকতে পারো
একটি মুখের কাটা কাটা রেখায়
কালো পাথরে কষ্টি পাথরে
এক নিগ্রো গ্লাডিয়েটর!
জীবন তো বাঁচার জন্যেই
বাঁচার জন্যেই
জহ্লাদের পায়ে ছুঁড়ে দিয়ে
নতজানু নিরপেক্ষ সুখ
নড়বড়ে অস্তিত্বের
জলস্তম্ভ—

একের পিছে আর মৃত্যুহীন মানুষের সার
শব্দহীন হাসিতে ফেটে পড়া
উন্মোথিত নিরুচ্চার ক্রোধ আক্রোশ
গান দিয়ে গাঁথা
স্বেদ অশ্রু ক্লেদ অবসাদ
নারী নর
উদাসীন, অনিশ্চয়, জাগরণ
রক্ত সাক্ষী রেখে
খোদাই করে রাখো চৌমাথায়

কালো পাথরে
কষ্টি পাথরে
ফাঁসির দড়ির নীচে
হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা
মানুষ দেখুক, হাসুক
উন্মাদ হয়ে
পথ জুড়ে দাঁড়াক।

তুমি অর্জুন

তোমার চোখে চোখ রাখলাম
তুমি অর্জুন, স্বর্গের সাধনায় উন্মুখ
এক থেকে অন্য গ্রহপথে অনেক হাঁটলাম
উড়ে যাওয়া নীলকান্ত মেঘে
আকাশের শত রূপকথা রেখে
অজানা দ্বীপ
অত্যুচ্চ পাহাড়
অপরূপ ঝর্ণার মর্মছেঁড়া স্বরে
স্বপ্নের সমুদ্রে
লক্ষ তারার নীহারিকাপুঞ্জ
চুলে মুখে মেখে
তোমার তরল উষ্ণতায়, অকারণ উন্মাদনায়
ঝাঁপ দিলাম—

সেদিন থেকে আমি বন্দী
কোন্ অতলে, কোন্ প্রবালের প্রাসাদে
আমার দুই পায়ে নাগের ফাঁস
আমার শিয়রে
মরণ কাঠি, জীয়ন কাঠি
হাজার মৃতের মাঝখানে একা
তন্দ্রাচ্ছন্ন
স্বর্গ জয়ের সাধনা এখনও সম্ভব
এই ভুবনের কেন্দ্রে—এই অতলে !

আবার

একদিন ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া ডাল
দিতে চাইলাম তোমার হাতে
তোমায় ছুঁতে পারিনি

তারপর প্রতিটি ফুলে
মেলে দিলাম আশার কেতন
জানতাম টেনে ভাঙবে
শ্বেত পাথরের চূড়ায়
ঘুমিয়ে থাকা
নীল ভোমরার প্রাণ।

সেখানে দাঁড়িয়ে
আমরা কি আর একবার পরস্পরকে চিনবো!
পাশে পাশে চলে যাবে
লাখ লাখ লোক
হাতে হাতে কৃষ্ণচূড়া নিয়ে।
র'য়ে যাবো দুইজনে
আবার কি ফিরে যাবো যেখানে ছিলাম!

ভাস্কর র‍্যাঁদা কিনা

আমি তার বুকে মাথা রেখেছি
লোহার পাটার মতো বুক
ঠাস বুনোন পেশীর
উথাল পাথাল তরঙ্গে উন্মন যৌবন
ব্রোঞ্জে কি পাথরে
হাতুড়ি ছেনিতে আগুন ঝরার আদল।

না, র‍্যাদার শিল্প হইনি আমরা
কোথায় পাবো সেই বাইজানটাইন নাক চিবুক
সেই বিশ্ববিস্মৃত নিমীলিত চোখ
অপার্থিব সুষমা,
সমর্পণের সুখানুভূতি,
কিম্বা কৃষ্ণনগরের
নধর সুডোল, নব দূর্বাদল
শোভা।

এখানে পুরুষটির ভ্রূতে খাঁজ
কপালে ভাঁজ
উঁচানো চোয়াল, হনুর গর্তে হিংস্র ক্ষুধা
অশেষ নিগ্রহ
আগুনরোধী বর্ম মুখে সেঁটে
দিনভর সে গলানো লোহা ঢালে, নাড়ে
বুকের তলে ঝলসানো মাংসের ঝাঁঝ
পোড়া মাটির রঙ চামড়ায়।

আমি পিকাসোর আঁকা গুয়ের্নিকার
নারী
খড়ির মতো ফ্যাকাসে, ভাঙাচোরা
নিষ্প্রভ
লোহা পেটা সাঁড়াশি হাতের নিষ্পেষণে
পত্রহীন পলাশের শাখা
রাশ রাশ কুঁড়ির স্বপ্নে ভোর।

শিশুমেলা

“জগৎ পারাবারের তীরে”
শিশুদের কলরোল মেলা
মেঘ চোঁয়ানো রামধনুর আলোয়
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
হাড়কড়ি, গজমোতি, মায়ার পাহাড়
প্রাণ ভোমরা স্ফটিকের গর্ভঘরে গাঁথা
স্বার্থবাদী দৈত্যের স্বপ্নে নন্দন কানন।

মায়ের দুধের বুকে খরা
চোখে ভয়, বিলাপের কালি,
রক্তহীন শোথ
মুঠোয় রেখেছে ধরে
বন্দী হাতে মরুর মঞ্জরী।

শিশুরা মেলায় এলো
খেলা নেই
কান্না শুকিয়ে আছে
কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে
বিবর্ণ বিহ্বল প্রজাপতি
অন্তিম প্রহরে।

কি দেবো এদের হাতে তুলে
জীবনে স্বপ্নের মুক্তি
আর?
হিরোসিমার মাটির কবজ
নাকি আরও—
ভয়ের পাথার পেরিয়ে যাবার
দিগ্‌দর্শন
ভিয়েতনামের আংটি।

সার্থক জনম

বসন্ত এসেছে
অশোকের পলাশের রঙে
তুমি এসো। এখানে এখন বসন্ত।

স্রোতহীন নদী নদ
ফোঁপরা পাঁজর
জীবনের গন্ধ ধুয়ে মুছে
শেয়ালে শকুনে চাটে—
ব্যাপ্ত বালুচর।
রক্তে ছিল অ্যানিমিয়া
অথবা ক্যান্সার!

সূর্যোদয়ের কাল
আতঙ্ক হিরোসিমা
নেভাদা, ভূপাল
মৃত্যু ছুঁয়ে আছে
জীবনের উন্মুক্ত কপাল।
পরশুরামের হাতে নিঃক্ষত্রীয় ধরা
নতুন আক্রোশে নাগিনীরা
তবুও লালন করে মানস হিটলার।

জীবনে স্বস্তি নেই
আগে পিছে সপ্তরথী, অতৃপ্ত আত্মজ
জানা নেই সামনের বাঁকে
বিক্ষুব্ধ সাগর কি নোঙরের মাটি!

খেতে বাঁধ বেঁধে
আরুণিরা রুখেছে প্লাবন
আকাশ গুল্ম লতা
বলাকার পাঁতি
দীর্ঘ ছায়া ফেলে, অন্ধকার গাঢ় হিম
রক্তঝরা ঝিলমের
পিঠে গেঁথে গেছে তার আপন কৃপাণ।

বসন্ত এখন এখানে
প্রেম, অশ্রু, খেদ,
উপবাস, আখেরের খোঁজে,
আটপৌরে মানুষের রেষারেষি ভীড়ে-
তোমাকে ডেকেছি—
কবিতা লিখব এখনও—
ধুলো ঢাকা ম্যাড়মেড়ে কুরুবক দেখে
কিংবা দেবদারু
আগাগোড়া তরল সবুজ
রোদের আলোয় ধোওয়া
খাঁড়া তলোয়ার!
সর্বগ্রাসী ক্ষয় থেকে
তারই বা রেহাই কোথায়!

এসো, আবার আমরা গাই—
"সার্থক জনম—"

এখানেই আছি

ঘাস হ'তে পারিনি কখনও
নিঝুম ঘাসের বনে
লতাগুল্মে জড়াজড়ি গাছ
পাতার শিশির ঝরে ঝরে
ভিজিয়েছে জমি, কাশ, ভুঁইচাঁপা ফুল
ওই ঘাস ওই পাতা
কুয়াশার ভার
ভেজা বনে গহিন আঁধারে
প্রকৃতি হইনি আমি
ফুটে আর ঝরে গিয়ে ঘাসের ভিতরে।

কখনও ফড়িং এসে বসেছিল
সবুজ ফড়িং
আমার বুকের পাশে
ঘাসের মঞ্জরী
দুলেছিল বাদুলে হাওয়ায়
সবটুকু খুশি আছে
ওদের ডানায়।
এখানে তো ফুরায়নি দিন
এখানে তো ভয় নেই অজানা শ্বাপদ
চিকন শাঁখার মতো চাঁদে চোখ রেখে
মৃদু হেসে গালে টোল ফেলে
এখানেই বেশ
বসি এসো দুইজনে
ঘাসের মঞ্জরী তুলে
কেটেছিল দুধসাদা দাঁতে।
প্রকৃতির সাথে প্রকৃতি হয়েছে তারা
নিঝুম ঘাসের বনে একা আমি
প্রকৃতি হইনি।

প্রকৃতি হইনি আমি
সবুজ ফড়িং গাছ ঘাসের মঞ্জরী
ছায়া ঢাকা বনপথ সিঁথির সিঁদুর
আনত চোখের পাতা বনের বৈকাল।

সহস্রের পায়ে ঘষে ঘষে
রোদে জলে ক্ষয়ে
আমাতে আগুন আছে
এই গূঢ় কথা
এই সুখ নিয়ে
এখানেই আছি—
ঘাড় গুঁজে জনারণ্যে
নৈর্ব্যক্তিক স্রোতে।

যেন কেউ বলে

মাটির ওপরে নীচে মৃদু কানাকানি
আজ রাতে
কেউ যেন বলে—
ভেবে দেখো
সেই কবে পৌষের ধান
বাতাসের গায়ে লুটোপুটি
কলমীর নীলফুল, কচুরীপানার
পেলব মঞ্জরী সার সার
দামে বোজা ঘাট
মজা জল, আলতো আলতা পায়ে দ্রুত চলাচল
সোনালি পাটের ছড়া রোদে
উড়ে উড়ে দূরে দূরে ফিরে আসে এক কুটি খড়
শালিকের ঠোঁটে দু'টি দানা
ধান কাটা মাঠে
হুঁকো হাতে বিষণ্ণ চাষীর মতো
এক পায়ে ঘাড় গুঁজে মগ্ন বক
কড়া ক্রান্তি হিসাব নিকাশ।

আকাশের সমারোহ থেকে খসে যায়
তারারা যেমন মাঝপথে কোথায় হারায়
সেখানেই ছিলে তুমি
স্বপ্ন দেখে, গন্ধ ভোর
সরিষার খেতে চোখ মেলে—
রোদলাগা তোমার বুকের হাড়ে
এখনও কি লেগে নেই
সেদিনের অনেক শৈবাল!

বন্দর অনেক দূর

যাবো, যেতে চাই
যাত্রা শেষ হয়নি এখনও।
অদূরে আলোকস্তম্ভ
দৃষ্টির সীমানা ঘিরে জল
তরঙ্গিত ক্রন্দন কল্লোল
তরণীর সীমায় সীমায়
গৃহহারা শোকোন্মাদ লক্ষ শত বাহু
অতল সমুদ্র বক্ষে শুক্তির সন্ধান ক্লান্ত
তীরের আশ্রয়ে অন্তিম আসঙ্গকামী
চোখে চোখে হতাশ্বাস তারকা নিশ্চল
নোনা স্বেদ বিজড়িত শিথিল পেশীতে
ব্যর্থ শ্রমের গ্লানি, বিবর্ণ কপাল।

বন্দর অনেক দূর—
মেঘনীল আকাশ নির্নিখ
নিষ্প্রভ প্রাণের অগ্নি, চোখের নির্নিমিখ।

মৃত্যুর দংশনে ছিন্ন যৌবনের অগ্নিতপ্ত গাল
মৃত্যু তবু তুহিন শীতল।

প্রমোদ দাশগুপ্ত

(১)

শোকের শিলা ঘষে মশাল জ্বালিনি
নরম কুয়াশা ভ'রে উঠে
ভিজে ওড়নায় ঢেকে দিলো
সকালের শব।

যেখানেই পা ফেলো রক্তের ছাপ
হাতে মুখে রক্তের গন্ধ
ধুয়ে ফেলবে—
কোনো নদী, কোনো ফুল, কোনো মৃগমদ
ম্যাকবেথ—
জীবন্ত পুড়িয়ে
ক্রুশে বিদ্ধ ক'রে
রাস্তায় মোড়ে মোড়ে—
ড্যানসিন্যান বনের ওধারে
সিঁদুরে মেঘের রঙ
হাতে হাতে সমাধি ফলক
চিরকাল ঘৃণার আগুন বহে
সপ্তাশ্বের রথ।

আমাদের মূঢ় পরিতাপ
মস্তিষ্কের অণুকেন্দ্রে
মরিয়া যাতনা
কোটরে কীটের মতো কুরে কুরে
ঘুণ করে আশা ও আশ্বাস
জীবনে স্বপ্নের সাধ কখনও কি মরে!

(২)

আমাদের উত্তরাধিকার
তোমাদের সব্যসাচী যৌবনের দান
তোমাদের রক্ত পূর্ণিমায়
প্রখর স্বপ্নের স্বাদ

দোলে, দোল খায়
আমাদের হৃদপিণ্ডের তালে
আমাদের সকাল সন্ধ্যায়
তোমাদের তিল তিল সংকল্পের জয়।

দেশে দেশান্তরে
আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস
প্রাণ দেওয়া নেওয়ার সহজ সড়ক থেকে
ফিরে
প্রশান্ত মোহানায়
রাতের জাহাজ।

তোমাকে বীরের যোগ্য দিল সিংহাসন বসুন্ধরা
তুমিই তোমার মুসোলিয়ম
মহনীয় শুভ্রতায় হিমগিরি শির
আর কোনো জাহাজ কখনও
হারাবে না নিরুদ্দেশে
চোরাবালি চরে।

২১শে ফেব্রুয়ারি

সুন্দরের স্তুতি লিখে লিখে
থেমে গেছে কথা
সুন্দরের অনবদ্যতা
চিরন্তন হতে হতে কালের যাত্রায়
কোথাও কি থেমে যায়—
রেখে নীরবতা!

ফুল গান, আকাশের লাল,
ভাল লাগা, ভালবাসা
জীবনের স্বাদ গন্ধ অশ্রুতে ডোবানো নোনা
রক্তে বোনা বিন্দু বিন্দু সুখ
সহিষ্ণুতা—

ফুলেরা ক্লিষ্ট হয়, পিষ্ট হয়
ধৃষ্ট নর্মাচারে
রাত ভোর বন্য বরাহের
সৃষ্টিহীন ক্রোধ, ক্ষোভ, লোভ
জাতকের রাখেনি সম্মান
সেতারের তারে সেতারী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
গান খুঁজে খুঁজে
মানুষেই জান দেয়
কথা আর কবিতার প্রকৃষ্ট কোরবানী।

অ্যান এজ মার্কড ফর ডেথ

ছেঁড়া কাগজের কুহক
তৈরি করেছে পৃথিবী
মৃত মানবতার নিখুঁত কুশপুত্তলিকা
বেপরোয়া মানুষ
বিকারহীন বিতর্কিত মন্দ ভালো
আত্মগত
এক একজন একক মানুষের আবর্তন
একক জর্জরিত যন্ত্রণা
নাগাল পায় না বিশ্বের
না চোখে, না মনে
শিশুর শৈশব
সরল অম্লান
ভয়ংকর কুশ্রীতায়
খুঁড়ে খুঁড়ে ক্ষত বিক্ষত
"অ্যান এজ মার্কড ফর ডেথ"

ঘৃণিত সময় খেলুড়ে জটায়ু
আগুন-পাখা ঝাড়ছে
দগ্ধ, মাটি, জল
সনাক্ত হলো না দেহ
হলেও বা—
পৃথিবীটা চুরমার
শান্তি, প্রেম, চিত্রার্পিত নদী, মানুষ, কোলাহল
অপরিচয়ের ফ্রেমে মুখোশ
লুকানো জলছবি
রাংতায় মোড়া ওয়ান্ডার ল্যান্ড
তোবড়ানো টিনের সৈনিক
কারেন্সি, অলঙ্কার সব নিরাপদ

বিপন্ন মানুষ
অকলঙ্ক আকাশ, মিঠে বাতাস
মাটি ফল জল দূষিত ফসল
মৃত্যুর দস্তানা
মানুষেরই হাতের মাপে।

কাগজের ফ্যান্টাসি মাদক সকালেই
দরজার বাইরে।

রাজার জয় হোক

Howl, howl, howl, howl! O you are men of stones!
—King Lear

যবনিকা উঠছে
এটা শেষ অঙ্ক
এখানে নতজানু কেউ প্রাণভিক্ষা পাবে
বীরেরা পাবে তক্‌মা
পীড়িত বিবেক
নিরুপায় লজ্জায় গ্লানিতে
অহমিকা ভরে
আত্মঘাতী হবে—
কলঙ্কিত কুচক্রীর হাত
জয়মাল্য পাবে
লাল গালিচায় হেঁটে গিয়ে
রাজদণ্ড হাতে অভিষিক্ত হবে
রাজ মহিমায়—
রাজার তো পাপ নেই কোনো!

শেক্সপীয়রীয় কুলীন নটেরা
রাষ্ট্রমঞ্চে
ঘাম, তেল, কালি,
কিংখাবে, ব্রোকেডে মুড়ে
ক্ষুধা মুখে নিয়ে
নগদে চুকিয়ে দেবে নান্দনিক দায়

অজ্ঞাত পথচারী, প্রতিহারী
সখী, বিদূষক,
সৈনিক, মজুর, চাষী
অন্তরালে অন্তর্হিত হবে
সাধু সাবধান!
প্রাণের অধিক ভালবাসা
মহার্ঘ মানবতা,
শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ বুকে করে নিয়ে
ফাঁসি যাবে কর্ডেলিয়া
বুড়ো লিয়ার শব কোলে
জানকীর শোকে জনকের মতো
নিথর পাথর।

লং লিভ দ্য কিং!

সেদিন নেই

এখন আর সেদিন নেই
মাঠ পেরিয়ে মাঠ
মেয়েমানুষের উদোম পায়ের মত সুডোল ধানের গোছ
কিশোরী কন্যের মত দপদপায় কাঁচ ধানের বুক
সবুজ ডোঙায় চেপে বরুণ দেবতা দোল খায়
সোনা গলিয়ে ঢালে সূর্য—

ধানের গোছা মাথায় নিয়ে চলেছে কামিন
যেন সেঁকা লাগছে ভুঁয়ে।

ঝুমুর ঝুমুর
সোনার ধান মরাইয়ে
দুয়ারে লক্ষ্মীর পা, ধানের ছড়া
ঝুমুর ঝুমুর লক্ষ্মী ফেরেন সাতমহলা,
আম পল্লব, সোনার ঘড়া। ,

চিমসে মানুষগুলো
মহার্ঘ্য মানিকের মত
দুই হাতে নাড়েচাড়ে
নোলার জলে, চোখের জলে
ধামা ধামা মুক্তোদানা তুলে দেয়—
—কর্তা গো—ছেলেটা উপোষ আছে—

যুক্তি করে ঝাঁপকল পেতে ধরেছি লক্ষ্মীকে
নুপুর কেড়ে নিয়ে বলেছি—
—'সাফ কথা বাপু হে—
আমার উঠোন হয়েই এবার আসতে হবে।'

শেষ কথা

শেষ হ'লে পাখিদের কলকণ্ঠ গান
শেষ হ'লে দিবসের রাগরক্ত স্নান
তারপরও শেষ কিছু থাকে
অতল নিঃসীম কথা নিঃশব্দ আবেগে
আকাশ ভাসিয়ে দেয়
আঁধারের স্রোতস্বতী বেয়ে
পৃথিবীর শেষকথা চেয়ে।

সেই গানখানি কারো কারো সুপ্তি ভাঙে
কারো কারো বুকে তীব্র কোন দীপ্ত দাহ আনে
সেই গান গেয়ে কারা আপনার হাতে
হৃদয়ের গ্রন্থি ছিঁড়ে মৃত্তিকার পাতে
প্রাণের পরম কথা, শেষ কথা লেখে।
তারই মৃদু তাপে ফুল ফোটে নদী এঁকেবেঁকে
মিনার শিখর ছেড়ে ধুলোয় অবাধে
প্রবল গতির রঙ্গে মুক্তি সাধ সাধে।

সেই গানে তোমার আমার প্রগাঢ় চুম্বনখানি অর্থময়
আমাদের প্রেম আর জীবনসংগ্রামে জয় পরাজয়
এত সত্য হয়ে ওঠে নিত্য এক ব্যাপ্ত ব্যঞ্জনায়—

পৃথিবীর শেষ কথাখানি
আমাদেরই হৃদয়ের বাণী
আমাদেরই মিলনের বিরহের গান
অমর প্রাণের দাবি পূরণের প্রবল আহ্বান।